আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-২

নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫

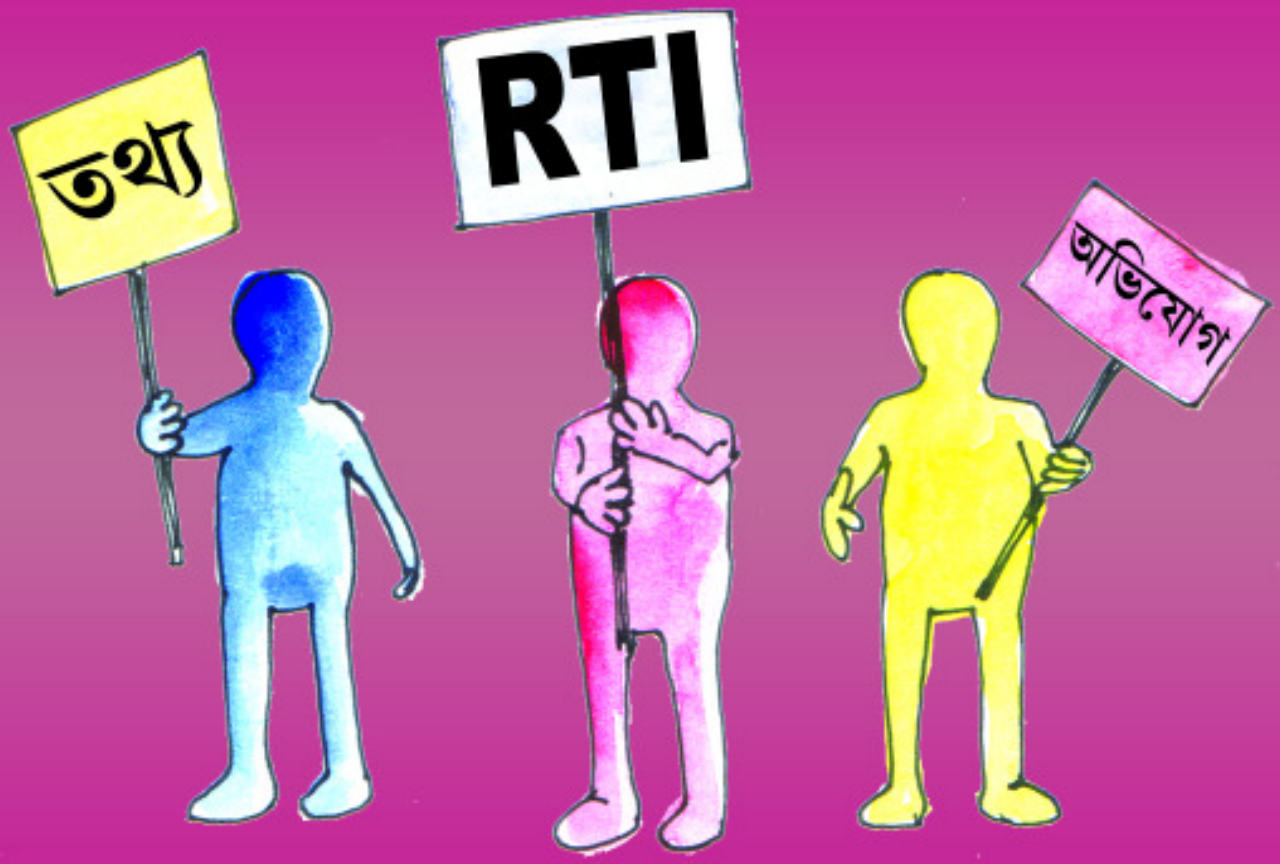

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন

(তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫)

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-২

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

NIBARAN DADU TATHYA PELEN : This book is based on legal awareness for the neoliterates on Right to Information Act 2005. This book is prepared by National Literacy Mission Authority and Department of Justice, Govt. of India, New Delhi. This book is translated and published by State Resource Centre Assam, 1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road, Ambari, Guwahati-781001 (Assam)

March 2016 (500)

পুথি প্রস্তুতি কর্মশালায় অংশগ্রহণ কারীসকল : শ্রীস্বপন চন্দ্র পাল, শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, শ্রীরণবীর সরকার ও শ্রীমতী মানসী সাহা

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৬ (৫০০)

প্রকাশক : রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম, মাণ্ডবী এপার্টমেণ্টছ, জি এন বি রোড, আমবারী, গুয়াহাটী-৭৮১ ০০১

সম্পাদনা : অনুরাধা বরুয়া, প্রসন্ন কুমার কলিতা

মুদ্রক : শরাইঘাট অফছেট প্রেছ
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটী-২১

কৃতজ্ঞতা

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। দেশের ৪১০ টি জেলা, যেখানে মহিলা সাক্ষরতার হার খুবই কম সেই জেলাগুলোকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। সাক্ষর ভারত কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ এলাকার মহিলারা, তপশিলি জাতি / উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ। এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সমতুল্যতার কর্মসূচি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার সংযোজন করা হয়েছে।

সাক্ষরতার সুবিধা ভোগীদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আন্তঃব্যক্তিক প্রচার অভিযান কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যে বিষয়গুলি আছে তাদের মধ্যে আইনি সাক্ষরতা একটি অন্যতম বিষয়।

আইনি বিষয়ের তথ্য সহজভাবে জনগণকে জানানোর জন্য আইনি সাক্ষরতা বিষয়ক উপকরণ শৃঙ্খলা তৈরী করা হয়েছে। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় ভারত সরকার এবং রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র অসম দ্বারা আয়োজিত কর্মশালায় রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র ত্রিপুরা ও অসমের লেখক-লেখিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ তথা জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ও বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তার মাধ্যমে এই উপাদানগুলি তৈরী হয়েছে।

আইনি সাক্ষরতার উপাদানগুলি তৈরীতে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং এক্সেস টু জাষ্টিস (নর্থ ইষ্ট এণ্ড জম্মু কাশ্মীর) দলের দ্বারা কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলির অনুমোদন দিয়েছে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষসকল সহায়ক সংস্থা / বিভাগগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই উপাদানগুলির আইনি সাক্ষরতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উপযোগী হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রনালয়
নতুন দিল্লি

আমাদের বক্তব্য

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম এই পুস্তিকাসমগ্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। গুয়াহাটীতে অনুষ্ঠিত লেখা প্রস্তুতি কর্মশালায় এই পুস্তিকাসমগ্রের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। অনুদিত পুস্তিকাটি অসম রাজ্যিক আইন সেবা প্রাধিকরণ দ্বারা অনুমোদিত। এই সুযোগে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা প্রতিজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল। আশা করি পাঠক পুস্তিকাটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

সমীরণ ব্রহ্ম
সঞ্চালক
রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

ASSAM STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
1ST FLOOR, GAUHATI HIGH COURT, OLD BLOCK
GUWAHATI - 781001, ASSAM
PHONE : 0361 - 2516367, FAX : 0361-2601843
অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী
গুৱাহাটী - ৭৮১০০১

No. ASLSA-38/2014/71 Dated: Guwahati the 03rd May'2016

To
The Director,
State Resource Centre - Assam,
1- CD, Mandovi Apartments,
GNB Road, Ambari, Guwahati-781001
(Assam)

Sub: VETTING OF IEC MATERIALS ON LEGAL LITERACY COMPONENTS.

Ref.: Your letter no. SRC/170/97/654-56 dated 21.03.2016.

Dear Sir,

In inviting a reference to the subject as cited above, undersigned has the honor to state that the vetting of the IEC materials on legal literacy components in Bengali Language have been completed and are being returned herewith after minor modifications in sentence/word structuring and are shown in ink/pencil markings.

With best regards

Yours faithfully

Mridul K. Saikia

(Mridul Kr. Saikia)
Member Secretary i/c
Assam State Legal Services Authority

Encl:
As stated above.

651
3/5/16

নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন
(তথ্যের অধিকার - আইন ২০০৫)

দাদু ও দাদু কেমন আছো ? বাজার যাওয়ার রাস্তায় নিবারণ দাদু দাঁড়িয়ে পড়লেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না। এমন সময় লাফ দিয়ে শিবু সামনে দাঁড়াল। ও তুই স্কুলে যাসনি ? না আজ ছুটি। তুমি কোথায় যাচ্ছো ? যাই ব্লক অফিসে। বলে নিবারণবাবু হেটে এগুতে থাকেন। তিন সপ্তাহ পর আবার ব্লকে এলেন। আজ তৈরী হয়ে এসেছেন জবাব নিয়েই যাবেন।

চারপাঁচজন কর্মী যে যার কাজে ব্যস্ত। নিবারণবাবু গিয়ে একটা টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। কর্মীটি মুখ তুলে তাকিয়ে বসতে বলে বললেন, কি দরকার - বলুন। নিবারণবাবু আমি আপনার কথামতো তিন সপ্তাহ বাদে এলাম। আমি জানতে চাই আমাদের বাড়ীর সামনে এসে পাকা রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে গেল কেন।

কর্মীটি বলেন — আমি কি করে জানবো কেন বন্ধ।

নিবারণবাবু— আপনি না জানলে কে জানবে বলুন। আমি তার সাথে কথা বলব। অনেকদিন হয়ে গেছে। বর্ষা আসছে। রাস্তার কি অবস্থা হবে তখন।

কর্মী — আমিতো জানিনা। আপনি অন্য কারোর কাছে জেনে নিন।

নিবারণবাবু — না, আমি যা জানতে চাই, আপনি আমাকে সঠিক উত্তর দিন। নাহলে আমি আজ এখান থেকে নড়ব না।

কর্মী — কি বিপদ, কি করে কবে কোন রাস্তা হবে, সেটা আমি জানব কি করে।

নিবারণ — আমি এবার 'তথ্যের অধিকার আইনে' গিয়ে জানব। নিবারণবাবু দীর্ঘদিন চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বয়স হওয়ায় এখন মাঠে ঘাটে যান না। বরং গ্রামের লোকেদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে ভাবেন। রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুব খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু এখন অসম্পূর্ণ রাস্তা আরো সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর টি আইয়ের কথা তিনি কাগজে পড়েছেন। ব্লক অফিসে বলেছেন কিন্তু কিভাবে এর প্রয়োগ করতে হয় জানেন

না। মনে মনে ঠিক করলেন, সরকারী স্কুলের মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে জেনে নেবেন।

দিন তিনেক পরে মাস্টার মশাইয়ের সাথে কথা বলে কিভাবে তা ব্যবহার করবেন জেনে এলেন। মূল ব্যাপারটা হলো সরকারী কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনা, দুনীর্তির প্রবণতা রোধ করা, সরকারী নথিপত্রে উল্লেখ তথ্য জনসাধারণ প্রয়োজনে যেন জানতে পারে। খুশি মনে নিবারণবাবু বাড়ী ফিরে এসে আবেদন পত্র লিখবেন ঠিক করলেন। আবেদন

পত্র নিজের মাতৃভাষা বাংলায় লিখতে বসলেও তিনি জানেন হিন্দী ইংরেজীতে যে কেউ লিখতে পারেন। মাস্টারবাবু বলে দিয়েছেন সাদা কাগজে আবেদন করতে পারবেন। যে তথ্য দরকার, সেই অফিসের তথ্য আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে পারবেন এবং সেই আধিকারিক ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন।

নিবারণবাবু পরের সপ্তাহে সাদা কাগজে আবেদন পত্র লিখে ১০ টাকা সহ জমা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ১৫ দিনের মধ্যেই নিবারণবাবু রাজ্য তথ্য কমিশনের অফিস থেকে রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে থাকার কারণ জানতে পারলেন। এভাবেই তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেল।

শুধু নিবারণবাবু নয়, অনেকেই জানেন না, তথ্য অধিকার আইন কেন হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত কিছু তথ্য

তথ্য সংগ্রহের জন্য কিভাবে আবেদন করবেন

কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতে চাইলে লিখিত বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। হিন্দী, ইংরেজী ছাড়া স্থানীয় ভাষায় আবেদন করতে পারবেন।

কি কি বিষয় আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে —

১। আবেদনকারীর নাম

২। পিতার / স্বামীর নাম

৩। ডাকঘরের পূর্ণ ঠিকানা
(ফোন নম্বরসহ)

৪। ভারতীয় নাগরিক কিনা

৫। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী কিনা

৬। যে তথ্য পেতে চান তার তথ্য বিবরণ

৭। কোন মাধ্যমে তথ্য পেতে চান

৮। আবেদনের তারিখ

এবং নাগরিকত্ব ও বি.পি.এল. ভুক্তদের প্রমাণ দরখাস্তের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

কার কাছে আবেদন করতে হবে

কেন্দ্রীয় জন-তথ্য আধিকারিক বা জন-তথ্য কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট রাজ্য জন-তথ্য আধিকারিকের নিকট।

কেন্দ্রীয় সহ-জন-তথ্য আধিকারিক বা রাজ্যস্তরের সহ জন তথ্য আধিকারিকের নিকট।

মৌখিকভাবে কেউ আবেদন করতে পারে কি ?

আবেদনকারী লিখতে না জানলে কেন্দ্রীয় জন তথ্য আধিকারিক বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক আবেদনকারীর পক্ষে দরখাস্ত লিখে দেওয়া বা যে কোন ধরণের সাহায্য অবশ্যই করবেন।

প্রঃ সব তথ্যই কি যে কেউই পেতে পারে কি ?

উঃ না। অপ্রকাশযোগ্য কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আছে। যেমন - সার্বভৌমত্ব, জাতীয় ঐক্য, নিরাপত্তা, কৌশলগত, বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ, এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয় এমন তথ্য। আদালত অবমাননা হয় এমন তথ্য। কোন ব্যক্তির জীবন ও নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত হয় এমন বিষয় গুলো।

তথ্য পেতে গেলে কোন ফিস দিতে হয়কি ?

সাধারণত ১০ টাকা আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা দিতে হয়। তবে বি.পি.এল. দের ক্ষেত্রে কোন ফিস দিতে হয় না।

তথ্য প্রদানে অস্বীকার করলে কি ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে?

তথ্য প্রদানে অযথা দেরি, অস্বীকার করলে, বিভ্রান্তিকর তথ্য দিলে, তথ্য ধ্বংস করলে, তথ্য প্রদানে বাধা দিলে জরিমানা ধার্য করা যায়।

অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্ব কার উপর বর্তায়

কেন্দ্রীয় তথ্য আধিকারিক বা রাজ্য জনতথ্য আধিকারিকের উপর প্রমাণ করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে।

২০০৫ সালে ১২ ই অক্টোবর বলবৎ হওয়া এই আইনটি জম্মু কাশ্মীর ছাড়া সারা দেশে চালু আছে। এর ফলে দেশবাসী তাদের তথ্য অধিকার আইনের অধিকারী হয়েছেন।

প্রকাশিত বইগুলি

১। চোখ খোলে গেল (ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য)

২। নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন (তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫)

৩। রমার পাঠশালা (শিক্ষার অধিকার অধিনিয়ম ২০০৯)

৪। গরিমার প্রশ্ন (যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন ২০১৩)

৫। যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ (পণ বিরোধী আইন ১৯৬১)

৬। আশার আলো
(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

৭। এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে (খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩)

৮। অত্যাচারের শেষে (উপজাতি - জাতি অত্যাচার নিবারণ নিয়ম ১৯৮৯)

৯। রমেশ ন্যায় পেয়েছে (বিনামূল্যে আইনি সহায়তা)

১০। আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য
(বন অধিকারের মান্যতা আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮)

১১। ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

Saakshar Bharat

STATE RESOURCE CENTRE ASSAM
1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road
Ambari, Guwahati-781001
E-mail-srcassam@hotmail.com
Website : www.srcguwahati.in